অভিবাসন খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। বিশেষ করে দেশের সাথে যাদের নাড়ীর সম্পর্ক বট গাছের শিকড়ের মত তারা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রতিদিন বসবাস করেন। মনের এক খন্ডে বসবাস প্রবাসের আয়েস, স্বাচ্ছন্দ- আর অন্য খন্ডে বসবাস - ফেলে আসা স্মৃতি আর আবেগের উত্তাল ঢেউ। তাই এই প্রবাসে বসেও সারাক্ষন খুঁজি আমার ফেলে আসা বাংলায় ভাল কিছু হলো কিনা। এই প্রবাসে বাংলা আবার পাখা মেললো কিনা।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি এই নতুন প্রজন্মেও একটু ভালবাসা আর প্রেম জাগাতে আমাদের কতই না চেষ্টা। তারপরও সারাক্ষন এক অদেখা, অজানা ভয় তাড়িয়ে বেড়ায়। মনে হয় এই বুঝি আমাদের সন্তানের আমাদের ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু প্রবাসের এই ছোট্ট গন্ডিতে আমাদের সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রেম জাগাতে গিয়ে আমরা যে সব ছেলেমানুষী আর কুৎসা রটনা করি তাতে করে ভরসা হয় না দেশের সংস্কৃতি আর মানুষের উপর আমাদের সন্তানের ভালবাসা জন্মাবে। এমন একটি দম বন্ধ হওয়া সময়ের ভিতর আমরা অনেক দিন ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলাম। হঠাৎ করেই যেন সেদিন বৃষ্টি এল। অনেকদিন পর এক পশলা বৃষ্টি। এই বৃষ্টির আয়োজন করেছিল বাংলাদেশের একদল আর্কিটেক্ট। যারা স্বেচ্ছায় প্রবাসী হয়েছেন অনেকদিন ধরে কিন্তু ভুলে জাননি- নিজেদের শেকড়ের কথা। নিজেরা বানিয়েছেন এক মিলনক্ষেত্র। নাম দিয়েছেন - বাংলাদেশী আর্কিটেক্টস ইন অষ্ট্রেলিয়া। একটি কাজ তারা খুব ভালো করেছেন। তা হলো- নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাদ দিয়ে কেবলই ভেবেছেন -এই প্রবাসে বাংলাদেশের চমৎকার স্থাপত্য শিল্পের ঢোল কি ভাবে আরো জোড়ে বাজানো যায়। তারা যে তাদের চিন্তায় কোন ভেজাল মেশাননি-এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তা না হলে - গত ১২ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ান ইন্সষ্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস (AIA) এর সাথে যৌথভাবে এমন চমৎকার ভাবে Architechtural Excellence In Bangladesh নামের সপ্তাহ ব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে পারতেন না। প্রবাসে বসে শুধু নিজেদের ঢোল (মানে শুধু নিজেদের কাজ) না পিটিয়ে ওরা বাংলাদেশের চমৎকার কাজের কথা গুলো বলল কেন? ঐ যে বললাম - নাড়ীর টান। তাই পুরো অনুষ্ঠানে নিজেদের জাহির করার চেয়ে কি চমৎকার বিনয় নিয়ে একে একে ডেকেছেন অষ্ট্রেলিয়ার একেক জন জাঁদরেল আর্কিটেক্টদের। Pritzker Architecture Prize - কে বলা হয় স্থাপত্য শিল্পের নোবেল প্রাইজ। এ পযর্ন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় সাতজন সেই পুরষ্কারটি পেয়েছেন। Glen Murcutt তাদের মধ্যে একজন। এই বৃদ্ধ বয়সে সেও এসে হাজির। এসেছিল Richard Le Plaserier, Peter Stutchbury- র মত আর্কিটেক্ট যারা তাদের কাজের জন্য একনামে এই মূলধারায় পরিচিত। পেশাগত কারনে তারা হয়ত কেবল বাংলাদেশের এই আর্কিটেক্টদের চেনে- অথচ জানেন না যে দেশ থেকে এই মানুষগুলো এসেছে সেই দেশে কি চমৎকার স্থাপত্য শিল্প রয়েছে।

অনুষ্ঠানে তারা কি করলেন? এক কথায় বাংলাদেশের সকল আর্কিটেক্ট পরম যত্নে এবং গৌরবে - এক বিশাল ক্যানভাসে আমার সুন্দর বাংলাদেশের ছবি আঁকলেন। আর ঐ বিদেশী তীক্ষ চোখগুলো অবাক বিস্ময় নিয়ে সেই ক্যানভাসে আঁকা নতুন বাংলাদেশের ছবি দেখলেন। সেই ছবি আঁকা শুরু হোল ইউনেসকোর ওর্য়াল্ড হেরিটেজ লিষ্টের পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার দিয়ে। তারপর একের পর এক দেখালেন ষাট গম্বুজ মসজিদ, লালবাগের কেল্লা, কমলাপুর ষ্টেশন, শেরে বাংলা নগরের পার্লামেন্ট ভবনসহ বর্তমানের আধুনিক ধারার কাজ - যা এখন ঢাকার আকাশ ছুঁয়েছে। উল্লেখ করলেন মাজহারুল ইসলামের কাজের কথা। তিনি একজন অসাধারন প্রতিভাবান আর্কিটেক্ট। ঢাকার চারুকলা বিল্ডিং, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রচুর কাজ করে একজন পথিকৃতের কাজ করেছেন।

বিদেশে বাংলাদেশকে পরিচিত হতে হয় কেবলই বন্যায় ডুবে থাকা, ঝড়ে ধসে পড়া, গরীব একটি দেশ হিসাবে। অথচ ঐ দেশের পানি আর সবুজ রং যে শিল্পীর হাতে কেমন আলো ছায়ার সাথে খেলা করে তা কেবল মুখে নয় কাজেও দেখালেন ঢাকা থেকে উড়ে আসা রফিক আজম। আমি পুরানো ঢাকায় বড় হয়েছি। আমার কাছে নতুন বিল্ডিং তৈরী মানেই - রাস্তায় ইট, বালু, রড ফেলে মানুষের চলাফেরায় অসুবিধা করা। নতুবা এক বাড়ীর গাঁ ঘেসে আরেক বাড়ী তৈরী করা। আর সেই ঝামেলা নিয়ে দিনের পর দিন এলাকার মাতবরদের সালিস। পরে অবশ্য এর সাথে যোগ দিয়েছে চাঁদাবাজি। কিন্তু এই দালান তৈরী যে এক চমৎকার শিল্প তা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। রফিক আজম সেই শিল্পকে জীবন্ত করে তুললেন তার পদ্যে, তার কবিতায়। উনি আসলে রং তুলির শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। বাবার কারনে হয়ে উঠেছেন একজন আর্কিটেক্ট। কিন্তু যে রং তার মনে দোলা দেয় - তা সে ভুলবে কেমন করে? রফিক আজমের হাতে তার ড্রাফটিং পেন হয়ে উঠতো শিল্পীর তুলি। আর তা দিয়ে এই শিল্পী তৈরী করলেন এক একটি ক্যানভাস। রফিক আজমের কাছে Architecture মানে art-chitecture. তিনি কি চমৎকার কবিতায় রড, ইট, সিমেন্টের এই বিষয়টি, জীবন্ত করে তুললেন তার উপস্থাপনায়। আমরা মন্ত্র মুগ্ধের মত কেবল তাকিয়ে রইলাম। বড় বড় দালান কি সত্যিই কথা বলে? রফিক আজম কবিতা দিয়ে বললেন - 'যে দেশের বিশাল অংশ পানিতে ডুবে থাকে - আর সেই পানি সরে গেলে উবর্র জমি হয়ে উঠে সবুজ মাঠ - সেই পানি আর সবুজের খেলা তখন আমার কাজের অনুপ্রেরনা।'

আমাদের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মাহবুব সালেহ অল্প কথায় ভীষন গুছিয়ে যে ভাবে শুভেচ্ছা জানালেন তা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। উনার চমৎকার উচ্চারন, বাচনভঙ্গী নিশ্চিত করে বলে যে উনি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফরহাদুর রেজা প্রবাল চমৎকার গুছিয়ে কথা বলেন। তার কথার রসের ধারা দেখে অনেক দিন পর প্রবাসে রসের হাড়ির অভাব অনুভব করলাম।

আসলে এই দলটিতে কারা আছেন যারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করে চমৎকার করে বাংলাদেশকে এই বিশাল দেশের মূলধারায় এমন গর্ব ভরে পরিচয় করিয়ে দিলেন? ওরা একদল বাংলাদেশী - যারা নিজেদের জ্ঞান আর দক্ষতা দিয়ে সেদিন সবাইকে জানিয়ে দিল- বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্প বিশ্বমানের।

অনেকদিন পর প্রবাসে বসে বাংলাদেশকে নিয়ে আবার বুক ফুলালাম। এমনিতেই প্রতিদিন দেশের কাগজে আর পরিচিত জনের মুখে দেশের পচাঁ খবরগুলো শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানে এসে মনে হোল- দেশের সাথে আমার প্রেম এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তা না হলে ঐ শেষের সারিতে বসা কোন এক 'আমি'- যার সাথে দালান-কোঠা শিল্পের কোন সর্ম্পক নেই- তার চোখ কেন ভিজে উঠবে? আমার হৃদয় জুড়ে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। অনেকদিন পর আমি আবার বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির গন্ধ পেয়েছি ঐ ইন্সিটিউটের অডিটোরিয়ামে। এই সুযোগটি যারা আমায় করে দিয়েছেন - তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

অনুষ্ঠান শেষে অডিটোরিয়ামের ফয়ারে দাড়িয়ে বাংলাদেশের আর্কিটেক্টদের কিছু চমৎকার কাজ দেখছিলাম। ঐ যে বললাম কিছু জাঁদরেল আর্কিটেক্ট ও ওখানে ছিল। কান পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু শব্দ আমাকে পুলকিত করলো। তারমানে আমাদের বাঙ্গালী আর্কিটেক্টদের কাজ ওদের বিস্মিত করেছে। কেউ কেউ তো বলল এবার ওদের বাংলাদেশে যাবার পালা। এমন চমৎকার কাজগুলো নিজ চোখে দেখা দরকার।আমি দাড়িয়ে একটি দৃশ্য কল্পনা করছিলাম। আচ্ছা এই দলের প্রতিভাগুলো এক হয়ে যদি এই সিডনীতে একটি কাজ করতে পারতো- সেটা না জানি কত চমৎকার হোত! হয়ত এই প্রদর্শনীর একটি বিশাল অংশ জুড়ে সেই কাজটির বর্ণনা থাকতো। আমরা এবং এই দেশের বোদ্ধারা অবাক হয়ে সেই শিল্প কর্মটি দেখতাম আর বুক ফুলিয়ে বলতাম- 'তোমরা শোন- আমরা বাঙ্গালী।' এমন একটি সুযোগ যে আমাদের প্রবাসীদের হাতে আসেনি - তা নয়। কিন্তু আমরা তা কাজে লাগাতে পারিনি। বটগাছ বাড়ীর টবে হয় না। তার জন্য দরকার বিশাল জায়গা। প্রতিভা ধারন করার জন্যও মেধার প্রয়োজন। এই প্রতিভাগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটি চমৎকার কাজ উপহার দিতে পারতেন অষ্ট্রেলিয়ার একুশে একাডেমী যদি নিজেদের সীমাবদ্ধতা থেকে বেড়িয়ে এসে আন্তর্জাতিক ভাষা স্তম্ভের ডিজাইনটি এই দলের হাতে ছেড়ে দিতেন। আমার বাংলা আবার মাথা উচু করে দাড়াতো।

আমারা প্রবাসীরা যে কি সুযোগটি হারিয়েছি - যারা এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তারা টের পেয়েছেন । কিন্তু তার পরেও আশা জাগে এই ভেবে যে বাংলাদেশের শহীদ মিনার একবারে তৈরী হয়নি। হয়ত আমাদের প্রজন্মরাই একদিন এই স্মৃতি স্তম্ভ নতুন করে তৈরী করবে।

পুনশ্চ: বাংলা-সিডনী ডট কম প্রায়ই ছবি,কথা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরী করছে। রফিক আজমের সেই চমৎকার উপস্থাপনাটি কি এই ওয়েব সাইটে দেয়া যায়?

জন মার্টিন
অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক
probashimartins@gmail.com